উৎকণ্ঠা

প্রদীপ দাশগুপ্ত
নিবেদিত

উপলব্ধি (A)

জয়তারা ইউনাইটেড ফিল্মস
প্রযোজিত

কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা : তপন সাহা সঙ্গীত : অনল চট্টোপাধ্যায় গীতিকার : পুলক বন্দোপাধ্যায় ॥ সম্পাদনা উপদেষ্টা : রমেশ যোশী ॥ সম্পাদনা : অময় লাহা ॥ চিত্রগ্রহণ : গণেশ বসু । শিল্প নির্দেশনা : বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় । সংগীত গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ॥ শব্দ পুনযোজনা : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় । প্রধান ব্যবস্থাপক : পরেশ চক্রবর্তী স্থিরচিত্র : দীপক বিশ্বাস ও অশোক দাশগুপ্ত (অতিথি) ॥ সাজসজ্জা : দি সিনে ড্রেস, দাশরথী দাস ॥ কেশসজ্জা : পিয়ারআলী ॥ রূপসজ্জা : অনাথ মুখোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : অতুল চট্টোপাধ্যায় ও অনিল তালুকদার ॥ প্রচার অঙ্কন : বিমল মজুমদার । প্রচার পরিকল্পনা : তপন রায় ॥

কণ্ঠ সঙ্গীত : মান্না দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, হৈমন্তী শুক্লা, মনোরঞ্জন সাহা, অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, আরতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

প্রযোজনা : প্রদীপ দাশগুপ্ত, তারক দাস বটব্যাল, তপন সাহা, জীতেন্দ্র নাথ কেশ, ঝর্ণা দাশগুপ্ত ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আবদুর রহমান, আবদুল জলিল সরকার, নারায়ণ চন্দ্র পাল, স্বপন হাজরা, বিপদ সিংহ রায়, অশোক সাধুখাঁ, নন্তু চৌধুরী, স্বপন দে, সুশীল দাস, যুগল প্রসাদ মাহেশ্বরী, সুশান্ত ভৌমিক, বিশ্বজিৎ রায়, ইভল্যাণ্ড নার্সিং হোম, তরুণ কান্তি ঘোষ, নীলকান্ত দাস, বিষ্ঠল আশ্রম, (হৃষীকেশ), দিগ্বিজয় সিং, এস, পি (হরিদ্বার) কলকাতা পুলিশ, বিড়লা একাডেমী, মির্জা মহম্মদ আলী, পার্থ সেনগুপ্ত, গৌতম রায়, তমাল সেনগুপ্ত, গিরিশ পাধিয়ার, নির্মল কুমার সাহা, মৃন্ময় মুখোপাধ্যায়, ইমন কল্যান চট্টোপাধ্যায়, জয়নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রতন মুখোপাধ্যায় (বোম্বাই) নন্দু ভট্টাচার্য্য (বোম্বাই)।

● সহকারীবৃন্দ ●

চিত্রনাট্য পরিচালনায় সহযোগী : তরুণ বাচস্পতি ॥ পরিচালনা : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, প্রিয়তোষ সাহা ॥ সঙ্গীত : অলক নাথ দে ॥ সম্পাদনা : জয়ন্ত লাহা ॥ চিত্রগ্রহণ : অনিল ঘোষ ॥ শিল্প নির্দেশনা : অনিল দে ॥ ব্যবস্থাপনা সুশীল দাস, দিলীপ নন্দী, কেষ্ট দে, বিশু দাস ॥ পরিচয় লিখন : বিরাজ সেনগুপ্ত ॥ রূপসজ্জা : অরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ শব্দগ্রহণ : রথীন ঘোষ, বীরেন নস্কর ॥ আলোক সম্পাত : শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ হাইত, নিতাই শীল, গুননিধি লঙ্কা, জগু সিং, দিবাকর, তুলসী ॥ রসায়নাগারে : রবীন বন্দোপাধ্যায় কানাই বন্দোপাধ্যায়, ফনিভূষন সরকার, নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ভবতোষ ভট্টাচার্য, শম্ভু নস্কর, কার্তিক প্রসার, নীহার ঘোষ, বংশী রায়, তপন বোস দিলীপ রায়, দুলাল সাহা, শীতল চট্টোপাধ্যায় খগেন মুখোপাধ্যায়, বীরেন গুহ বিশ্বাস ॥ শব্দ পুনযোজনা : বলরাম বারুই, পাঁচুগোপাল ঘোষ, রবীন চৌধুরী, ভোলা সরকার ॥ প্রচার অঙ্কন : অঞ্জন প্রামানিক, এ, কে, কনসার্ণ, গৌতম বরাট ॥ প্রচার : ভবতোষ মুখোপাধ্যায় ও সত্য মল্লিক ॥

ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও ও আশা ষ্টুডিও (বোম্বাই) তে গৃহীত, আর, বি মেহেতার তত্বাবধানে ইনডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিমিটেড-এ পরিস্ফুটিত ॥

পরিবেশন তত্বাবধানে : নিমাই দাশগুপ্ত ও অশোক দাশগুপ্ত ॥

বিশ্বপরিবেশনা : গুডলাকফিল্মস ॥

বুকিং এজেন্ট : এস, বি, ফিল্মস ॥

● রূপায়ণে ●

মিঠুন চক্রবর্তী, মহুয়া রায় চৌধুরী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যারানী, মৃনাল মুখোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ (অতিথি), **দিলীপ রায়, সত্য বন্দোপাধ্যায়,** চিন্ময় রায়, বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ বসু, সুব্রত সেনশর্ম্মা, পারিজাত বসু, মাষ্টার পার্থ, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, চন্দ্রকলা, আল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রানী আড্ডি, শিবানী বসু, বুলা ভট্টাচার্য, প্রদীপ দাশগুপ্ত, প্রশান্ত বটব্যাল, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিঠু বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস বর্ধন, অশোক সাধুখাঁ, রাজ দে, সরোজ মল্লিক ফাইট মাস্টার আকবর আলী (বোম্বাই) অংশগ্রহণে : আয়ুব খাঁন (বোম্বাই) ॥

ঃ কাহিনী ঃ

ছোটবেলায় রাজু ছিল বিদ্যালয়ের সেরা ছেলে। ওর গানের গলা খুব ভালো। ওকে গানের তালিম দেন পাড়ার মায়াদি। উপযুক্ত শিক্ষায় রাজু ক্রমশ উন্নত হতে থাকে - প্রতি যোগিতায় জিতে নেয় অনেক গুলো পুরস্কার। খুশি হয় সকলে।

মায়াদির সান্নিধ্য রাজুর ক্রমশ ভালো লাগতে থাকে— মায়াদির সম্পর্কে সে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। লুকিয়ে মায়াদিকে দেখার একটা অভ্যাস রাজুর গড়ে উঠে। কোন সময়ে সে দেখে মায়াদি ঘরে শাড়ি পড়ছে। কখনও দেখে প্রেমিক বকসি বাবুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মায়াদি আলোচনা

করছেন। রাজুর কিন্তু বকসিবাবুর উপস্থিতি মোটেই ভালো লাগে না। কিন্তু রাজুর ভালো লাগা না লাগতে কি যায় আসে ? ঐ বকসিবাবুই একদিন বিয়ে করে মায়াদিকে নিয়ে চলে গেলেন।

কিশোর রাজুর মনে এ ঘটনা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে প্রচণ্ড। তা নিয়ে স্কুলের সহপাঠিরা করে নানান ঠাট্টা-তামাসা। এদলে আছে তিনজন, যাদের নাম গুরু-কেষ্টা-বংশী। পাড়ার খারাপ ছেলে, ক্লাসের লাষ্ট বেঞ্চের ছাত্র। এরাই ভালো রাজুকে কুপথে নিয়ে যায়।

এমনি নিয়তি কিশোর মনের সুপ্ত আকাঙ্খার প্রকাশ পায় যৌবনে। যুবক রাজু হয়ে ওঠে শহরের সন্ত্রাস। এ নিয়ে রাজুর বাবার দুঃখ কম নয় রাজুর মারও ভাবনার অন্ত নেই। ছোটবোন রাজুও দাদার কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হতে পারে না।

রাজু অবশ্য এসব মানসিক ব্যাপারগুলোকে তেমন আমল দেয় না। ও যখন দলবেঁধে মোটরবাইকে করে রাস্তা দিয়ে যায়, তখন ভদ্রমেয়েরা আতঙ্কে শিউরে ওঠে। উৎসাহ নিয়ে চেয়ে থাকে মদের দোকনের মালিক ও বেয়ারারা। ওদের পেলে খুশি হয় নিষিদ্ধ পল্লীর মেয়েরা।

ছোটবেলার আরেক বন্ধু উজ্জ্বল এখন এক-জন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ওর ছবির প্রদর্শনীতে রাজু নিমন্ত্রিত হয়। সেখানেই উজ্জ্বলের দৌলতে রূপার সঙ্গে পরিচয় হয় রাজুর। ওর স্বভাবসুলভ প্রবণতা প্রকাশ পায়। উজ্জ্বল চায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রূপার সান্নিধ্যে জিনিয়াস রাজু ভুল পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনুক। ঘটনার বিবর্তনে ওরা হয় কাছের মানুষ।

গুরু-বংশী কেষ্টা ওদের সম্পর্ক ভালো চোখে দেখে না। তারা চায় ওদের বিচ্ছেদ্। তাই ওরা ফাঁদ পাতে। ওদের সঙ্গে মারামারি করে মাথা ফাটিয়ে রাজু হয় শয্যাশায়ী। এতে রূপাকে আরো পায় রাজু।

ইতিমধ্যে মায়াদি বকসি ফিরে আসে শহরে। বকসি স্থানীয় থানার ভার প্রাপ্ত অফিসার। রাজু মায়াদির বাড়ী যাতায়াত শুরু করে।

এ সুযোগ নিতে চায় গুরুরা। তারা মায়াদি-রাজুর প্রসঙ্গ তুলে রূপাকে বিষিয়ে দিতে চায়। রূপার বাবা রাজুকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। রাজু রাজি হয় বিয়েতে।

কিন্তু শুরু হলো বিপত্তির পর বিপত্তি। রূপার পরিবর্তন-মায়াদির হত্যা -রাজুর দেশ ছাড়া-স্বামিজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ-এসব কিছু যেন ধারা-বাঁধা নাটকের গতিকে হার মানিয়ে নিয়ে যায় মন্ত্রোচারিত পাহাড়ে ঘেরা আশ্রম মন্দিরে।

তারপর - .....

ঃ গান ঃ

শিল্পী—আরতি মুখার্জী

প্রজাপতি সেথায় ঘোরে রয় যেখানে
হাজার ফুলের মেলা
চোখে তার পড়ে কি আর
একটি ফুলের একটু পাঁপড়ি মেলা
এত সবাই জানে।
আজ তাই একটি ফুলের এই দেশে
এল কি সে এমনি করেই সব শেষে
কাটাতে একটু খানি খুশীর বেলা।
চোখে তার পড়ে কি আর, একটি
ফুলের একটু পাঁপড়ি মেলা
এত সবাই জানে।

একথা জানি বলেই সব অভিমান
ভুলতে পারি
এ লগন ছন্দে গানে ভরিয়ে আমি
তুলতে পারি।
আমার এই স্বপ্ন লাগা মনটাকে সাড়া
দিয়ে আনতে পারি
তার ডাকে, আমিও খেলতে পারি
মধুর খেলা
চোখে তার পড়ে কি আর একটি
ফুলের একটি পাঁপড়ি মেলা
এত সবাই জানে।

শিল্পী - হেমন্ত মুখার্জী

এতদিনে বুঝেছি তোমায়
মানুষের মাঝে তুমি চিরজীবি,
নেই পাথরের প্রতিমায়
তুমি মানুষেরই ভগবান তুমি মানুষেরই
ভগবান

এতোদিনে বুঝেছি তোমায়।
ভোগ আর বিলাসেতে তুমি যে
হারাও
ত্যাগের মন্ত্রে তুমি শুধু দেখা দাও।
কনকাঞ্জলি দিলে চরণ সরাও তুমি

ছুটে এসে দুঃখীর দিনের সেবায়।
তুমি মানুষেরই ভগবান তুমি মানুষেরই ভগবান
এতোদিনে বুঝেছি তোমায়
তোমার তৈরী সব খেলার পুতুল
দম্ভে অহংকারে করে শুধু ভুল।

শিল্পী—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

গোলাপের আতর আছে, এসেছো তাই আমার কাছে
বুকটা ভরিয়ে নিতে সেই আতরে
জানো কী এই আতরে জন্ম দিতে
কোন সে গোলাপ গেছে মরে।
যদি চাই নিশি রাতে আকাশের রং ছড়াতে
তাহলে পুঁড়তে হবে আতশবাজীকে
ফুল না ছিড়লে পরে কিভাবে নেব ভরে
ভরতে সাধ যদি হয় ফুলের সাজিকে
হাসি তাই চোখের জল আড়াল কোরে।
গোলাপের আতর আছে।

শিল্পী—মান্না দে

ও গোলাপ ও গোলাপ ধন্য তুমি আতর হলে তাই।
না হলে ফুলদানীতে অথবা খোঁপায় পেতে ঠাঁই।
ও গোলাপ ও গোলাপ ধন্য তুমি আতর হলে তাই।
গোলাপ ফুলে হয়না যখন কোন দিনও গোলাপ ফল
গন্ধ দিয়ে খুশী থাকো—ফেলো নাকো চোখের জল
ধ্রুবতারা হয়ে যখন ছড়াবে না তুমি আলো
আতস বাজি তখন তোমার পুড়ে মরাই অনেক ভালো
রুপসীর ঝিলিক হোলে তাই।
চমকে তোমার দিকে আমরা ফিরে চাই

শিল্পী—মনোরঞ্জন সাহা

ওরে নদী কেন সোজা পথে চল্‌লি না তুই
কুল-না-ভেঙ্গে বইলি না।
সাজানো তীর ভাসিয়ে দিলি
কোথাও থেমে রইলি না।
ওরে নদী কেন সোজা পথে চললি না
শুনেছি তুই অথৈ অতল,
কানায় কানায় তোর এত জল।
শুধু মনের আগুন নেভায় না সে
সেকি তার কারন কইলি না
ওরে নদী কেন সোজা পথে চললি না
বেশ হোতরে নদী—
তুষার জলে না হয়ে তুই চোখের জলে হতিস যদি
আমার বুকে এত জ্বালা
তোর বুকেতে ঢেউয়ের মালা।
তুই সবাইকে দিস্ আঘাত শুধুই
কারো আঘাত সইলিনা।

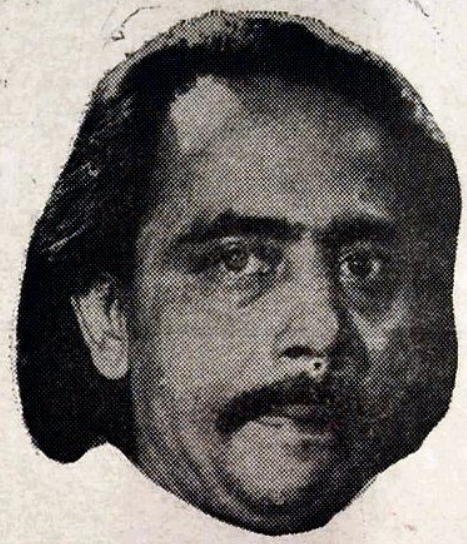

শিল্পী—মান্না দে ও অরুন্ধতী হোম চৌধুরী

স্ত্রী এমন কোথাও যেতে চাই যেখানে কেউ নাই আর—
পুঃ না আমিও না
স্ত্রী না তুমিও না
পুঃ তবে এমন কোথাও যেওনা ওগো ঠাঁই নাই যেখানে আমার
স্ত্রী রাশি রাশি খেয়ালের ঢেউ দুলছেই দেখছে না কেউ
পুঃ ভয় হয় ভরা নদী আজ ঝাপিয়ে পড়ে যদি আজ
স্ত্রী যদি সব কিছু হয় একাকার
পুঃ যায় ভেঙ্গে চুরে বাধা সীমানার।
দ্বৈতঃ এমন কোথাও যেতে চাই যেখানে দুজন শুধু দুজনার
স্ত্রী শুধু শুধু বাড়িও না হাত শুধু শুধু ওগো নাগাল পাবে না আমার
পুঃ পাই কিনা পাই হয়ে যাক এমনি বিচার তার
স্ত্রী কি হলো সারথী হারিয়ে গেল যে গতি
পুঃ এই দেখে নাও কাকে বলে প্রগতি Sorry ক্ষিপ্রগতি
স্ত্রী ধরো হাত ধরো হাত
পুঃ শুভরাত শুভরাত
স্ত্রী আমায় নিয়ে মিষ্টি স্বপ্ন দেখো
পুঃ শুভ রাত শুভ রাত

শিল্পী—অরুন্ধতী হোম চৌধুরী ও হৈমন্তী শুক্লা

মায়া : এই যে আমার গান এই যে আমার চোখের তারা আমার দেহের প্রান।
রাজু : এই যে আমার গান এই যে আমার চোখের তারা আমার দেহের প্রান।
মায়া : এই সুখে আমি হাসি—এই শুধু ভালবাসি
রাজু : এই সুখে আমি হাসি এই শুধু ভালবাসি।
মায়া : এরই সুরে আমি মুছে ফেলি
রাজু : এরই সুরে আমি মুছে ফেলি

মায়া ও রাজু : মনগড়া ব্যবধান—
এই যে আমার গান।
মায়া : ঝরে স্নেহ প্রীতিধারা—
আমি হই আমি হারা ধুয়ে
যায় যেন ছোট বড়
রাজু : ধুয়ে যায় যেন ছোট বড়
রাজু ও মায়া : যত মান অপমান।
এইযে আমার গান।

মায়া : মা-পা-ধা-নি, সা রে-গা রে
সানি-ধা রা-মাগা-রে সা।
রাজু : মা-পা ধা-নি ধা-নি ধা নি—
সা রে—গা মা - মা-গা রে-সা
রাজু ও মায়া : এই যে আমার গান।
মায়া : মা-সা-ধা-নি-মা-গা রে-সা-মা গা
মাগা-মা-পা ধা-নি-মা-গা-রে সা।
রাজু ও মায়া : এই যে আমার গান।

গুডলাক ফিল্মসের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৫ প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রীট কলি-৭২ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত ও প্রনব রায় কর্তৃক ব্লু-ষ্টার ১৮ সি এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।